সংবাদ

তারিখ ... 17 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

C Report

ঈশ্বরদীতে ব্র্যাক স্কুলের উত্তীর্ণ ১৫৩ শিক্ষার্থীর ভর্তি অনিশ্চিত

সরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : স্থান সংকুলান হচ্ছে না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

ঈশ্বরদী উপজেলার লক্ষীকুণ্ডা ইউনিয়নের ৫ গ্রামের ১৫৩ জন চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবর্ষ শেষ করার পর চরকুড়ুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে তারা ভর্তি হতে পারেনি। বিদ্যালয় কর্তৃক তাদের জানিয়েছে, স্কুলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ভর্তি করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থীরা প্রায় প্রতিদিনই স্কুলে গিয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করছে। অভিভাবকরাও যাচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত তারা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে বলে অভিভাবকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরদী থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে পদ্মা নদীর তীরবর্তী চরকুড়ুলিয়া, চরগড়গড়ি, চরআওরা, সাহাদিয়ার ও গ্রচ্ছগ্রামের হতদরিদ্র ১৫৩ শিশু গত বছর ব্র্যাকের অর্থায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বাঁচতে চাই পরিচালিত ৫টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষা নিয়েছে। শিক্ষা কেন্দ্রে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ না থাকায় তারা চরকুড়ুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। গত রোববার সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা (শিশুরা) জন্মনিবন্ধনপত্র ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সনদপত্র হাতে নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঘুরছে। ভর্তিচ্ছু মিলন, কালাম, রফিক, নিলুফা, খাদিজা জানায়- তারা আরও পড়তে চায়; কিন্তু তাদের ভর্তি করা হচ্ছে না। অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করতে গিয়েছেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অনুমতি ছাড়া তাদের ভর্তি করা যাবে না বলে প্রধান শিক্ষক তাদের জানিয়েছেন। অভিভাবক মুন্সিবুর রহমান মন্ডল জানান, তারা উপজেলা শিক্ষা অফিসে ঘুরেও ভর্তি অনুমতি পাননি। আলেয়া খাতুন এবং আবদুল আজিজ নামে দুই অভিভাবক জানান, শিক্ষকরা ব্র্যাক স্কুলের কথা শুনেই চটে যান এবং বলেন ওদের ভর্তি করা যাবে না। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রবিউল করিম জানান, স্থান সংকুলান হয় না। ক্লাস রুমের অভাব। মোট ৪টি কক্ষে ২ শিফটে ক্লাস নেয়া হয়। চতুর্থ শ্রেণীতে ইতোমধ্যেই ১১৩ জন ভর্তি হয়েছে। সেখানে আরও ১৫৩ জনকে ভর্তি করা অসম্ভব। এখন তাদের কিছু করার নেই। শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমতি লাগবে। গত বছর ২০ আগস্ট বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বাঁচতে চাই কর্তৃপক্ষ উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে আগাম জানিয়েছিল ২০০৮ সালে প্রায় দেড়শ' ছাত্র তৃতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, অতিরিক্ত ১৫৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হলে ক্লাসে তাদের স্থান দেয়া সম্ভব হবে না। এছাড়া তিনি মন্তব্য করেন ওই এলাকায় আরও একটি স্কুল স্থাপন জরুরি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিদ্যালয়টিতে পুরাতন ৩টি শ্রেণীকক্ষ ছিল। গত বছর ৩টি শ্রেণীকক্ষের ইট, দরজা-জানালা উপজেলা শিক্ষা অফিস টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করে দেয়। এরপর আর নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হয়নি। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবু তালেম জানান, পুরাতন যে ভবনটি বিক্রি করা হয়েছে, তার স্থলে যদি নতুন ভবন নির্মাণ করা হতো তাহলে সমস্যা এত প্রকট হতো না। এ ব্যাপারে শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, তাদের করণীয় কিছুই নেই। এটা উপরের কর্তাদের ব্যাপার।